আকাশবাণী শিলচর

REGIONAL NEWS UNIT – SILCHAR

EVENING NEWS BULLETIN

BENGALI

13 AUGUST 2025 **7:45—7:55 PM IST**

---

(১) রাজ্য পর্যায়ের ক্যান্সার প্রতিষ্ঠানে রোগী ভর্তির সময়ে দশ হাজার টাকা অগ্রিম হিসেবে জমা দেওয়ার বর্তমান ব্যবস্থা প্রত্যাহার করতে মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্তবিশ্ব শর্মার পরামর্শ/

(২) স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে রাজ্যজুড়ে হর ঘর তিরঙ্গা কার্যসূচীর আয়োজন/

(৩) বরাক উপত্যকায় রক্তজনিত জটিল রোগের চিকিৎসার ক্ষেত্রে নতুন যুগের সূচনা করে শিলচর মেডিকেল কলেজে হিমোগ্লোবিনোপ্যাথি এবং হিমোফিলিয়া চিকিৎসা কেন্দ্রের উদ্বোধন/

এবং

(৪) জাতীয় সাবজুনিয়র বক্সিং প্রতিযোগিতায় আসামের একটি সোনা সহ সাতটি পদক অর্জন/

মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্বশর্মা রাজ্য পর্যায়ের ক্যান্সার প্রতিষ্ঠানে রোগী ভর্তি হওয়ার সময় ১০ হাজার টাকা অগ্রীম জমা করার ব্যবস্থা প্রত্যাহার করার পরামর্শ দিয়েছেন । আজ কোকরাঝার জেলায় বিজেপির বিজয় সংকল্প যাত্রায় অংশগ্রহণ করার পর সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি একথা বলেন ।প্রতিষ্ঠানটির মাশুল বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নিয়ে কিছু ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে বলে উল্লেখ করে ডঃ শর্মা বলেন যে জনসাধারণকে বর্ধিত মাশুল দিতে হবেনা , আয়ুষ্মান ভারত এবং আয়ুষ্মান আসাম কার্ডে সরকার এই অর্থ জমা দেবে ।ভিলেজ কাউন্সিল ডেভেলপমেন্ট কমিটি (ভি সি ডি সি)সম্পর্কে তিনি বলেন যে এই কমিটিকে মনোনীত না করে নির্বাচিত করা হলে কমিটি গুলোতে

স্থানীয় লোক অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে এবং উন্নয়ন প্রক্রিয়াও ত্বরান্বিত হবে ।তিনি বলেন যে রাজ্য সরকার ১২৫ নম্বর সংবিধান সংশোধনী প্রস্তাবের মাধ্যমে ভি সি ডি সি সমুহের সংস্কার সাধনের ব্যবস্থা করেছে ।

স্বাধীনতা দিবসের আর মাত্র একটা দিন বাকি থাকা অবস্থায় আসামের বিভিন্ন জেলা প্রশাসন প্রস্তুতি প্রায় সম্পূর্ণ করে তুলেছে। আলফা স্বাধীন সহ বেশকয়েকটি উগ্রপন্থী সংগঠন এবছর স্বাধীনতা দিবস বর্জনের আহ্বান জানানোর পরিপ্রেক্ষিতে সমগ্র রাজ্যে নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরো জোরদার করা হয়েছে । স্বাধীনতা দিবসের সময়ে যাতে উগ্রপন্থী সংগঠনগুলি কোনোধরণের নাশকতামূলক কাজকর্ম করতে না পারে, তারজন্য আপার আসাম সহ গুয়াহাটি মহানগর এবং লোয়ার আসামের বিভিন্ন স্থানে পুলিশ কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে । প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যেও স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের জন্যে পুলিশ, আধাসামরিক বাহিনী, গৃহরক্ষী বাহিনী সহ স্কাউট-গাইডের দল প্রতিদিন প্যারেড অনুশীলন চালিয়ে যাচ্ছে ।

এদিকে স্বাধীনতা দিবসের পরিপ্রেক্ষিতে কাছাড়ের জেলা প্রশাসন সীমান্ত সুরক্ষা এবং আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখতে জেলার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে জনসাধারণের চলাচল এবং পণ্যসামগ্রী পরিবহণের ক্ষেত্রে কিছু নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে । সেই অনুসারে জেলার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের এক কিলোমিটার অংশে সূর্যাস্তের পর থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত লোক চলাচল নিষিদ্ধ করা হয়েছে । এছাড়া রাতের বেলা সুরমা নদীতে এবং এর উভয় তীরে নৌকো চলাচলের ক্ষেত্রেও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে । অন্যদিকে সমগ্র দেশের সঙ্গে আসামেও আগামী শুক্রবার ৭৯তম স্বাধীনতা দিবস উৎসাহ উদ্দীপনায় এবং দেশভক্তির ভাবনার সঙ্গে উদযাপন করা হবে । স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে সমগ্র দেশের সঙ্গে আসামের সবকটি জেলার বিভিন্ন প্রান্তে জনসাধারণ ‘হর ঘর তিরঙ্গা’ অভিযানে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করছেন । এই অভিযানের অংশ হিসেবে কেন্দ্রীয় সরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ্ আজ তাঁর বাসভবনে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেছেন । রাজ্যের সাংস্কৃতিক পরিক্রমা বিভাগের উদ্যোগে আসাম সরকার ‘হর ঘর তিরঙ্গা’ কার্যসূচীর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তিরঙ্গা শোভাযাত্রা, পদযাত্রা ইত্যাদি কার্যসূচীর আয়োজন করেছে ।

কাছাড়ের জেলা প্রশাসন জেলার নাগরিকদের জাতীয় পতাকা উত্তোলনের সময় এর মর্যাদা , পবিত্রতা ও ঐতিহাসিক তাৎপর্য অক্ষুন্ন রাখার আহ্বান জানায় । প্রশাসনের

পক্ষ থেকে এক নির্দেশে বলা হয়েছে যে জাতীয় পতাকার ব্যবহার অবশ্যই ফ্ল্যাগ কোড অব ইন্ডিয়া এবং সংশ্লিষ্ট সব আইন ও মর্যাদা রক্ষা করে করতে হবে । জাতীয় পতাকা একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে খুঁটির নিচ থেকে দ্রুত ওপরে তোলা যা জাতির স্বাধীনতার বিজয়কে প্রতিকীভাবে প্রকাশ করে ।পতাকাটি যাতে সুস্পষ্টভাবে দৃশ্যমান হয় এবং অন্য কোন পতাকা বা প্রতীক দ্বারা আড়াল না হয় । সরকারী প্রতিষ্ঠান , আদালত সহ সর্বত্র সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত প্রতিদিন পতাকা উত্তলন করা যেতে পারে ।উত্তলনের সময় পতাকা দ্রুত তোলা হবে ও নামানোর সময় ধীরে ধীরে নামানো হবে । যানবাহনে পতাকা শক্ত ও সোজাভাবে স্থাপন করতে হবে । পতাকার দৈর্ঘ্য প্রস্থের অনুপাত অবশ্যই ৩-২ হতে হবে ।পতাকা পরিস্কার , অক্ষত ও বিবর্ণহীন থাকতে হবে । সাজসজ্জা , ফেস্টুন , পর্দা বা ডেকরেশনের কাজে পতাকা ব্যবহার করা যাবে না ।মাটি , জল মেঝে ইত্যাদি স্থানে পতাকা রাখা যাবে না ।বানিজ্যিক উদ্দেশ্যে কোন সামগ্রীতে পতাকার নকশা ব্যবহার করা নিষিদ্ধ ।২০২২ সালের ফ্ল্যাগ কোড সংশোধনের ফলে এখন রাতেও জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা যাবে তবে যথাযথ আলোতে মর্যাদাপূর্ণভাবে প্রদর্শন করতে হবে ।পতাকার অবমাননা , অপব্যবহার বা বিকৃতি ঘটানো যাবেনা । জাতীয় পতাকার ইচ্ছাকৃত অবমাননা করলে প্রিভেনশন অফ ইনসাল্টস টু ন্যাশনেল অনার অ্যাক্ট ১৯৭১ এর অধীনে তিন বছর পর্যন্ত কারাদন্ড , জরিমানা বা উভয় দন্ডই হতে পারে বলে নির্দেশে জানানো হয়েছে ।

হাইলাকান্দি জেলায় আসন্ন স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে হর ঘর তিরঙ্গা কার্যসূচীর অধীনে সাফাই অভিযান , জাতীয় পতাকা নিয়ে শোভা যাত্রা , বসে আঁকো প্রতিযোগীতার আয়োজন করা হয়েছে । এ উপলক্ষ্যে আজ হাইলাকান্দি শহরে জাতীয় পতাকা হাতে শোভাযাত্রা বের হয়ে শহর পরিক্রমা করে । উল্লেখ্য স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে দেশভক্তির চেতনা ছড়িয়ে দিতে এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্ম-বলিদানকারী শহীদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে হর ঘর তিরঙ্গা কার্যসূচী পালন করা হচ্ছে ।

কাছাড় জেলায় ৭৯ তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন উপলক্ষে এবং হর ঘর তিরঙ্গা কার্যসূচীর অধীনে কাছাড়ের জেলা প্রসাসন জেলার সব ব্যবসায়ী , ট্রেড লাইসেন্সধারী , মল ,হোটেল , বানিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ও ব্যবসায়ীদের প্রতি এই ঐতিহাসিক দিনটি গর্ব ও মর্যাদার সঙ্গে উদযাপন করার আহ্বান জানিয়েছে । প্রশাসন আজ থেকে ১৫ ই আগষ্ট পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানগুলোতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন বা প্রদর্শন করার সহ তিরঙ্গার রঙে প্রতিষ্ঠান আলোকিত করার অনুরোধ জানিয়েছে ।

বরাক উপত্যকায় রক্তজনিত জটিল রোগের চিকিৎসার ক্ষেত্রে নতুন যুগের সূচনা করে শিলচর মেডিকেল কলেজে আজ হিমোগ্লোবিনোপ্যাথি এবং হিমোফিলিয়া চিকিৎসা কেন্দ্রের উদ্বোধন করা হয়েছে । এই কলেজের অ্যালুমনি হলে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে ইন্টিগ্রেটেড সেন্টার ফর হিমোগ্লোবিনোপ্যাথি এন্ড হিমোফিলিয়া'র আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেছেন শিলচরের সাংসদ পরিমল শুক্লবৈদ্য । উদ্বোধনী ভাষণে শ্রী শুক্লবৈদ্য বলেন যে- এই বিশেষ কেনদ্রটি চালু হওয়ার ফলে হিমোগ্লোবিনোপ্যাথি ও হিমোফিলিয়ায় আক্রান্ত রোগীরা উন্নতমানের চিকিৎসা ও আধুনিক পরীক্ষার সুবিধা পাবেন । তিনি আরো জানান--

বাইট

অনুষ্ঠানে উপস্থিত শিলচর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের অধ্যক্ষ ডাঃ ভাস্কর গুপ্ত সহ বিভিন্ন বিশিষ্ট চিকিৎসক এবং অন্যান্যরা জানান যে- এই কেন্দ্রের মাধ্যমে রক্তজনিত জটিল রোগের চিকিৎসা এক ছাদের নীচে সহজলভ্য হবে । আধুনিক পরীক্ষাগার, বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ এবং দীর্ঘমেয়াদী চিকিৎসা পরিকল্পনার মাধ্যমে রোগীদের দ্রুত ও কার্যকর সেবা প্রদান করা সম্ভব হবে ।

দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বাংলা ভাষায় কথা বলা লোকেদের বাংলাদেশী তকমা লাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ করে এর প্রতিবাদে আজ বরাক উপত্যকা বঙ্গসাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন এই উপত্যকার তিন প্রধান শহর- শিলচর, শ্রীভূমি ও হাইলাকান্দিতে অবস্থান কর্মসূচী পালন করেছে । শিলচরে আজ দুপুরে শহরের ক্ষুদিরাম মূর্তির পাদদেশে আয়োজিত অবস্থান কর্মসূচীতে বিভিন্ন বক্তা বাঙালির আত্মমর্যাদার সপক্ষে জোরালো বক্তব্য রাখেন । তাদের দাবীগুলির মধ্যে রয়েছে- সমস্ত সরকারী-বেসরকারী স্তরে বাংলা ভাষার অবমাননা বন্ধ করা, বাঙালিদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষমূলক প্রচার ও তাদের হেনস্থা করা বন্ধ করা, বাংলাভাষী ছাত্র-যুব-শ্রমজীবি, শিক্ষক, চাকরিজীবি ও সাধারণ নাগরিকের নিরাপত্তা ও তাদের সাংবিধানিক অধিকার অক্ষুন্ন রাখা ইত্যাদি । এই বিষয়ে সম্মেলনের কেন্দ্রীয় সমিতির সাধারণ সম্পাদক গৌতম প্রসাদ দত্ত বলেন--

বাইট

এদিকে শ্রীভূমি শহরের শম্ভুসাগর পার্কে আজ সম্মেলনের পক্ষ থেকে অবস্থান কার্যসূচী পালন করা হয়েছে । সেখানে বিভিন্ন বক্তা বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষা ও বাংলা ভাষাভাষী লোকেদের সাংবিধানিক সুরক্ষার বিষয়েও বক্তব্য রাখেন ।

হাইলাকান্দি শহরের ভাষা শহীদ স্মারক প্রাঙ্গণে আজ এর পরিপ্রেক্ষিতে বরাক উপত্যকা বঙ্গসাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনের পক্ষ থেকে অবস্থান কর্মসূচী পালন করা হয়েছে ।

শিলচরের আজকের অবস্থান কর্মসূচীতে সম্মেলনের কাছাড় জেলা সমিতির সভাপতি সঞ্জীব দেবলস্কর, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য অধ্যাপক তপোধীর ভট্টাচার্য, অধ্যাপক বিভাস রঞ্জন চৌধুরী, প্রাক্তন মন্ত্রী অজিত সিং, প্রাক্তন বিধায়ক আতাউর রহমান মাঝারভুইয়া, হিন্দিভাষী ছাত্র যুব সমিতির সভাপতি সঞ্জীব রাই, মণিপুরী সাহিত্য পরিষদের এম. শান্তিকুমার সিং, সি আর পি সি'র সম্পাদক সাধন পুরকায়স্থ, হরিদাস দত্ত, আবিদরাজা মজুমদার, প্রাক্তন জেলা কংগ্রেস সভাপতি প্রদীপ কুমার দে প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন ।

উত্তরপ্রদেশ অনুষ্ঠিত ছেলে এবং মেয়েদের ১৫ বছর অনুর্ধ সাব জুনিয়র জাতীয় বক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপে আসাম একটি সোনা, দুটি রূপো এবং চারটি ব্রোঞ্জ সহ মোট সাতটি পদক লাভ করেছে। এই প্রতিযোগিতায় ৩৭ থেকে ৪০ কিলোগ্রাম শাখায় প্রিয়াক্ষী গগৈ তামিলনাড়ুর এস সারথ তামিলকে ৫-০ পয়েন্টে পরাজিত করে সোনার পদক অর্জন করেছে। নেহা পবদেল রূপো এবং ছেলেদের ৬১ থেলে ৬৪ কিলোগ্রাম শাখায় কনকন কিষন রূপোর পদক অর্জন করে। মেয়েদের শাখায় কস্তুরি গগৈ ও জুলি দলে ব্রোঞ্জ এবং ছেলেদের শাখায় মহম্মদ জয়ান আহমেদ ও মিলিন্দ কাশ্যপ নিজ নিজ শাখায় ব্রোঞ্জ পদক লাভ করে।